সংবাদ

4 FEB 2012
তারিখ .... 4 FEB 2012
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ঢাকা : শনিবার ২২ মাঘ ১৪১৮
Dhaka : Saturday 4 February 2012

সম্পাদকীয়

বেসরকারি ৪১ বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার আলটিমেটাম : তাতে কী লাভ হবে

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কলঙ্ক হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ধরপাকড় বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়ে অনুমোদন আদায় করে। তেমনি নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন আদায় করে। তবে যে বিষয়টি 'কমন', তা হলো এরা উচ্চ হারে ফি আদায় করে থাকে। কারিকুলাম ও অ্যাক্রিডেশনের নিয়ম-কানুনের কথা বললে উদ্যোক্তাদের অনেকে বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের খুশিমতো চালাব। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই যে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট দেয়, তার মান ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবে এদের মধ্যে দু-চারটি ব্যতিক্রমও আছে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ভর্তি শুরু করার পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। দেশের ৫৪ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টিই এ কাজটি করতে পারেনি। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে সরকারি একটি আলটিমেটাম ইস্যু করে বলে, ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। সেই আলটিমেটামের পর তিন মাস পার হলেও কাজটা তখন করা হয়নি। তখন বলা হয়েছিল, যদি এই সময়ের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারে, তবে তারা নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারবে না। সরকার এই আলটিমেটাম কার্যকর করেনি। কেন করেনি তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বৈঠকে সব পরিস্থিতি আলোচনা করে। তাতে দেখা যায়, মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস নির্মাণ করতে পেরেছে। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব জমিতে নাকি নির্মাণকাজ শুরু করেছে আর সাতটি তাদের ডিজাইন অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে, তবে নির্মাণকাজ শুরু করেনি। ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় জমি জোগাড় করলেও ডিজাইনের অনুমোদন পায়নি। এই পরিস্থিতি কিছুতেই সন্তোষজনক নয়। নির্মাণকাজ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর তারা আবার সময় চাইবেন– এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। সরকারও উচ্চশিক্ষার স্বার্থ বিবেচনা করে আবার সময় দেবে। বহুদিন ধরে এভাবেই চলছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি এখানেই শেষ নয়– দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকার ও কমিশনের সঙ্গে মামলা আছে। এগুলোর ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। হয় এগুলো বন্ধ করে দেয়া উচিত কিংবা সরকার এগুলো 'টেকওভার' করে চালু রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যে বিষয়টি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ক্ষতি করছে, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন 'চাকরি'। এর ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো কমে গেছে। প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক বাধ্যতামূলক করতে হবে; তেমনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোটাও নীতিবিরুদ্ধ। বিষয়টি এতদিন অবহেলা করা হয়েছে। এখন কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে।